ইতিহাসের নিকৃষ্টতম হত্যাকান্ডের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে উচ্চ আদালতে নয়, গণআদালতে

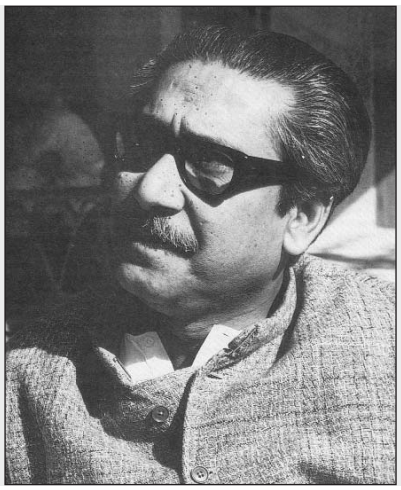

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম
বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

সম্প্রতি 'বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হলো' এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। পরিষদের সচিব ডা. এস এ মালেক এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধটি ছিল গবেষণামূলক, বিশেষ বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনামূলক। আমার পক্ষে অত বিস্তৃত মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

আমার রাজনৈতিক গবেষণা নাই, অভিজ্ঞতা কম। তবে আমার জীবনে সৌভাগ্য আসে যখন বঙ্গবন্ধু নিজেই টেলিফোনে আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এটা আমার জীবনে অপূর্ব সুযোগ। ফলে অতি কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে শুধু নয়, তাঁর পরিবারকে জানার সুযোগ আমার হয়েছিল।

আমার মতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার অন্যতম কারণ ছিল তিনি ছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিবিসি'র জরিপে তিনি হলেন বহু গুণের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ বাঙালি। একজন অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী নেতা হিসেবে তিনি জাতিকে সফলতার শিখরে তুলে নেবেন এ প্রত্যাশা অবাস্তব নয়। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর ভয় ছিল এখানেই। আরো ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কোনো পরাশক্তি অন্য শক্তিকে পছন্দ করে না, সহ্যও করতে পারে না। প্রতিযোগী হিসেবে নিয়ে তাদেরকে পরাভূত করতে এগিয়ে আসে। এসব মহাশক্তির কাছে বঙ্গবন্ধু তাই ছিলেন একজন অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনাবসানে বাঙালি জাতিকে খর্ব করে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ তথা বাঙালি জাতিকে তিনি কতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন একটি ঘটনার বর্ণনা করে তার তুলনা দেবো। তাঁর জীবনাবসান সেই হিসেবে ভালোবাসার বলিদান। যাদের তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, নিত্য সঙ্গী করে সঙ্গে রাখতেন তারাই পরবর্তীতে তার হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর কোনো কিছুই গোপন ছিল না। তাঁকে হত্যা করা তাই সহজ হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করার পর আমি তাকে একদিন সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত বঙ্গভবনে যাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি এবং সরলপ্রাণ বেগম সাহেবা উভয়ে আপত্তি জানালেন। নিজের সামান্য ঘরের প্রতি তাঁদের এতো আকর্ষণ ছিল, বলতে গেলে ভালোবাসা ছিল। জীবন তাঁদের এতো সহজ-সরল ছিল যে সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত বঙ্গভবন তাঁদের প্রলোভিত কিংবা আকর্ষিত করতে পারেনি। দেশ ও দেশের মাটিকে কতো ভালোবাসতেন, কতো সহজ-সরল তিনি জীবনযাপন করতেন এখানেই তার প্রমাণ মেলে।

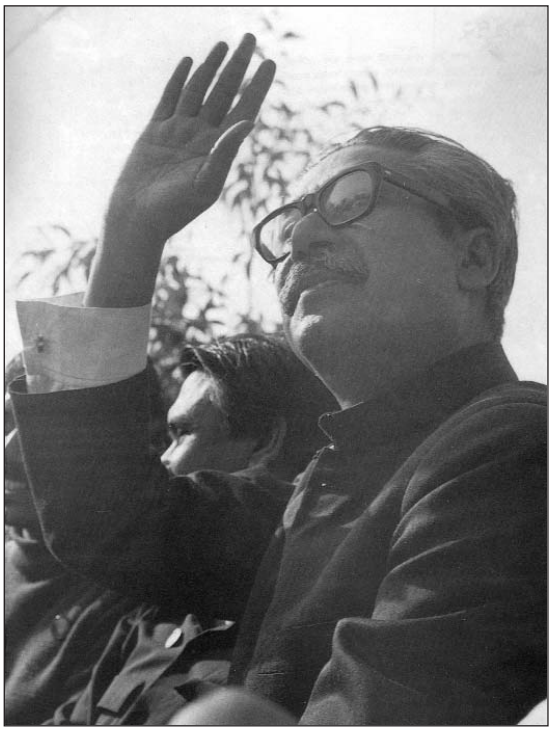

ধানমন্ডি লেকের পাড়ে একটি সাধারণ বাড়িতে এমনভাবে ছিলেন যেখানে হত্যকারীদের আসা-যাওয়া আদৌ কঠিন ছিল না। তাঁর বিশ্বাস এবং ভালোবাসা এমনিভাবেই হয়েছিল তার নিকটবর্তী বন্ধুদের দ্বারা।

ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড, সপরিবারে সবাইকে হত্যা এখানে তুলনাবিহীন। নির্মল শিশুও এখানে রক্ষা পায়নি, অন্তঃসত্ত্বা সদ্য পরিণীতা গৃহবধূও পাপীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

'বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হলো'- এ বিষয়টা আমার কাছে কিছুটা জটিল মনে হয়। যে হত্যার বিচার হয় না কিংবা বিচারের পর সাজাপ্রাপ্তরা ঘুরে বেড়ায়, তাকে ঘিরে কোনো প্রশ্ন অবান্তর না হলেও এখন মনে হয় অবান্তব মনে প্রশ্ন জাগে বিচারকের রায় যদি না মানি তবে আর প্রহসন কেন? বিচারেরই বা কি প্রয়োজন ছিল। আমরা যদি ধরে নিই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়নি- সব প্রশ্নের অবসান হয়। যদি বলি বিচার হয়েছে তাহলে প্রশ্ন জাগে

রায় কি? যদি রায় হয়ে থাকে তার সর্বশেষ ফলাফল কি? ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Justice Delayed Justice Denied', যার অর্থ বিচার যদি বিলম্বিত হয় তা প্রহসনে পরিণত হয়। অর্থাৎ সে বিচারের সুফল নয়, বঞ্চনা হয়।

কবির ভাষায়- উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ ভয় নাই ওরে ভয় নাই/ নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আবার কবি বলেন, জয় হবে জয় হবে/ হবে জয়/ মানবের তরে মাটির পৃথিবী/ দানবের তরে নয়।

বঙ্গবন্ধুর ক্ষয় নেই। তিনি নিঃশেষে প্রাণ দান করে গেছেন মানবের তরে, এ মাটির পৃথিবীতে, দানবের তরে নয়। অতএব তার জয় হবেই হবে।

সাময়িক পরিবেশে দানবের অস্তিত্ব থাকলেও একদিন তাদের অবসান নিশ্চিত। জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু হাজার গুণে শক্তিশালী। তাঁর সততা, অকুতোভয় মনোভাব, দেশপ্রেম আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করুক। জয় আমাদের সুনিশ্চিত- যেমন সুনিশ্চিত সত্যের জয়। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক হয়ে আজকের দিনে একই সুরে বলে উঠুন, 'বঙ্গবন্ধু তোমারই জয় হোক- আমরা সবাই সেনানী- তোমারই লোক।'

বক্তব্য শেষ করার আগে দু-একটি কথা বলে যাই, চিকিৎসক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে আমার আসা ও তাঁকে জানবার যে সুযোগ হয়েছে সে সুযোগ আপনাদের অনেকেরই হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। ঘটনা অনেক, কাহিনীও কম নয়। তবে যে ঘটনা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের উজ্জ্বলতম, নিষ্কলুষ দৃষ্টান্ত বলে আমি মনে করি তা এখানে আমার রচিত জীবনস্রোত থেকে তুলে ধরলাম:

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর পিত্তথলি থেকে অপারেশনের মাধ্যমে পাথর বের করা হয়। অপারেশনের দ্বিতীয় দিন সকাল প্রায় ১০টা। বঙ্গবন্ধুর পাশে বেগম সাহেবা এবং আমি। পাশে এসে দাঁড়ালেন রফিকউল্লাহ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর সচিব। আধো সচেতন। জ্ঞান আস্তে আস্তে ফিরছে।

'রফিকউল্লাহ', বঙ্গবন্ধু বিড় বিড় করে বললেন, 'আমার দেশের লোক ঠিক মতো খেতে পায় না। তোমাদের এতো লোকের এখানে দরকার নেই। ডাক্তার সাহেব থাকবেন। সবাইকে পাঠিয়ে দাও। হোটেলে এতো খরচ। নয়তো সস্তা হোটেলে চলে এসো। দু'জন করে এক কামরায় থেকো।'

একনাগাড়ে এতো কথা বলতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তন্দ্রার মধ্যে তিনি যা বললেন তা তাঁর মনের কথা। যা জীবনে ভুলবার নয়। এই সেই বঙ্গবন্ধু। জাতিরজনক, যিনি প্রতিটি মুহূর্ত জাতির কথাই ভাবতেন। স্বপ্ন দেখতেন। এ হচ্ছে তারই প্রতিফলন। এ সময়ে ভান করে কিছু বলা সম্ভব নয়। মনস্তত্ত্ববিদরা এ সময়ের অপেক্ষায় থাকেন আগ্রহভরে। অপূর্ব এই সময় ও সুযোগের ব্যবহার করেন কারও মনের কথা জানতে, মনের কথা বের করতে।

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর টান, সকলের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ এমনভাবে প্রমাণ করলেন যা এক কথায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সন্দেহাতীত।

এই সেই বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা, পিতৃত্বের স্নেহে অভিষিক্ত, যাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রমাণিত, তাঁর পিতৃত্ব নিয়ে কথা ওঠে। আপনাদের সকলের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করতে পারে একজন- এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, সৃষ্টিকর্তার বিধান। যদি তাই হয় তবে বাঙালি জাতির পিতৃত্বের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে কেন! যেমন পশ্চিমা ভন্ডামির দেশে Unmarried Mother আছে। এরা স্বীকৃতিও পায়। পিতা বলা মুশকিল। অবশ্য বর্তমানে DNA-এর মাধ্যমে প্রমাণ করা সহজ। তাতেও কিন্তু পিতৃত্ব দাবি করতে পারে মাত্র একজন, একাধিক নয়। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জাতির পিতা এক, নাকি একাধিক! যদি এক হয়, কে সে মহাপুরুষ। যে জাতি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, সমাধান খুঁজে পায় না, ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাদের স্থান কোথায়। এর জবাব আপনারাই দেবেন। রাজনীতিবিদগণ দেবেন। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি দেবেন।

ইতিহাসকে যারা অস্বীকার করেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে যাদের অবদান নেই, ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যারা ইতিহাস বিকৃত করেন, ধর্মকে সম্বল করে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করেন- তাদের প্রতি আমি জবাবের প্রত্যাশা করি না। যাঁরা আজকের এ আয়োজনের অংশীদার, তাঁদেরকে বুক ভরা সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কবি নজরুলের ভাষায় : বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে/ নড়াচড়া করে, তবুও সে মরা, জ্যান্তে সে মরিয়াছে।/ শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ইমান লয়েছে কেড়ে,/ পরাণ গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে।

বিশ্বাস আর সাহস না থাকলে শোক দিবস শোকে পর্যবসিত হবে। শুভ কোনো বার্তা বয়ে আনতে পারে না। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জাতি অন্ধকারে ডুবে থাকবে অথবা আলোর সন্ধান কবে পাবে তা আপনারা বলতে পারেন, আমি পারি না।

আমার শেষ কথা- আত্মস্বীকৃত এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত খুনিরা যেখানে নির্বিঘ্নে ক্ষমতার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, ধর্মীয় অনুশাসনের যেখানে অস্তিত্ব নেই, ধর্মীয় নীতিমালা যেখানে ভুলুণ্ঠিত, ক্ষমতার আসনে যারা নীরব, বিচারক যেখানে অসহায়- বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের আশা সেখানে ভুলুণ্ঠিত, সুদূর পরাহত।

মোট কথা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার আওয়ামী লীগ করতে পারেনি, বিএনপি কোনো দিন করবে না। যদি কোনো দিন বিচার হয় তা হবে সরকারের স্নেহভাজন মদদপুষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, তা হবে লক্ষ কোটি জনতার দাবিতে গণআদালতে। তাও যদি না হয় তবে ধর্মবিশ্বাসী একজন মুসলমান হিসেবে বলবো এদের বিচার হবে সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত আখেরাতে। কোনো সরকারের আমলে নয়।

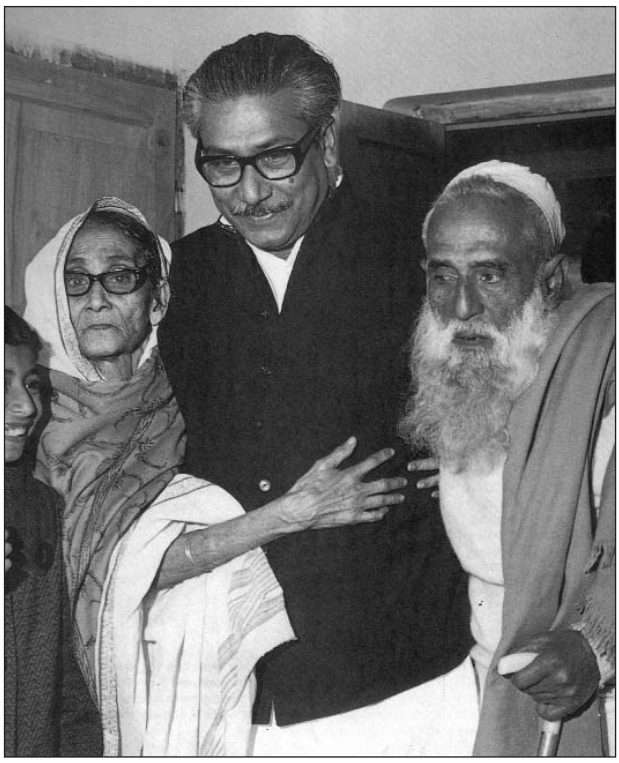

বাবা ও মায়ের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান